ইশান
VS
দুষ্টু ওয়াটার জেব্রা
রাজিবুল রনি

ইশান অবাক হয়ে চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল, "এই! তুমি কি ওয়াটার জেব্রা? মাছের সাথে সাঁতার কাটছো!"

ইশানের বয়স সাত বছর। সে এমন এক ছেলে যে হাসলে ঘরে রাখা পানির গ্লাস কেঁপে ওঠে, আর তার মা বলেন, "আহ্! কানের পর্দা ফেটে গেল!" ইশানের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসগুলোর একটি হচ্ছে তাদের বাসার একটা ঝকঝকে অ্যাকুরিয়াম।

তো সেই ইশান, একদিন দুপুরে অ্যাকুরিয়ামের সামনে বসে মাছ দেখছিল। হঠাৎ তার চোখ গেল মাছের বাসার এক কোণে। সেখানে ছোট্ট একটা মশা। মশাটা কেমন যেন ফুর্তিতে সাঁতার কাটছে, আর তার পিঠে সাদা-কালো ডোরা কাটা। ঠিক যেন একটা মিনি জেব্রা!

ইশানের প্রশ্ন শুনে সেই মশাটা ইশানকে দেখল, তারপর তার চিকন শুঁড়টা একটু নাড়ালো। ইশানের কেন জানি মনে হলো মশাটা ভ্রু নাচিয়ে হাসছে। এই মশাটা দেখতে অন্য মশাগুলোর মতো নয়। কেমন যেন চটপটে, আর তার উড়ে বেড়ানোর ভঙ্গিটা একটু অহংকারী।

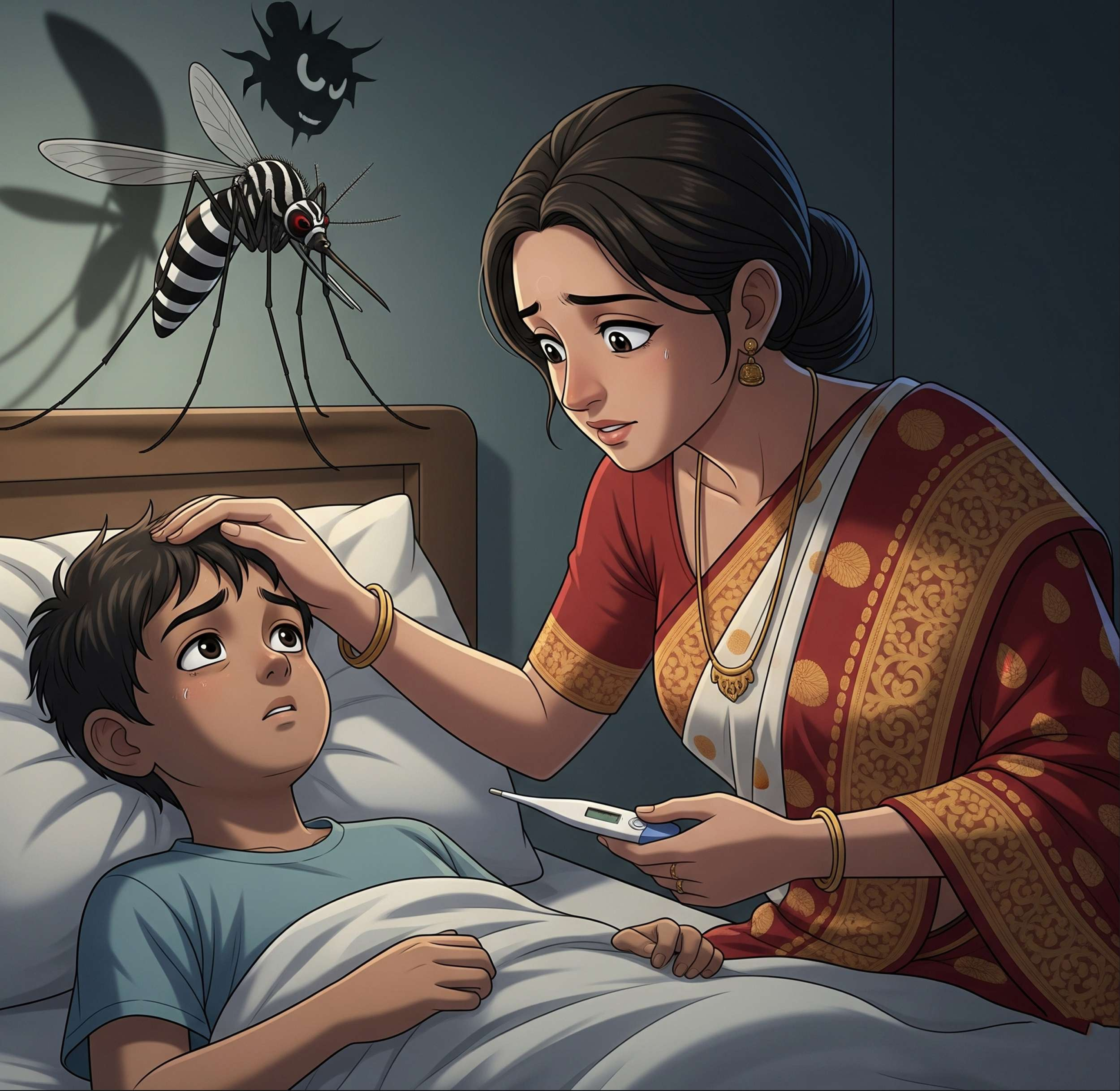

সেদিনই রাতে ইশানের গা গরম হতে শুরু করল। মা কপালে হাত দিয়ে বললেন, "বাবা! জ্বর!" ইশানের কেন জানি সেই জেব্রার মতো মশাটার কথা মনে পড়ল। পরদিন সকালে জ্বর আরও বাড়ল। ইশানের বাবা ডাক্তার আঙ্কেলকে ডাকলেন।

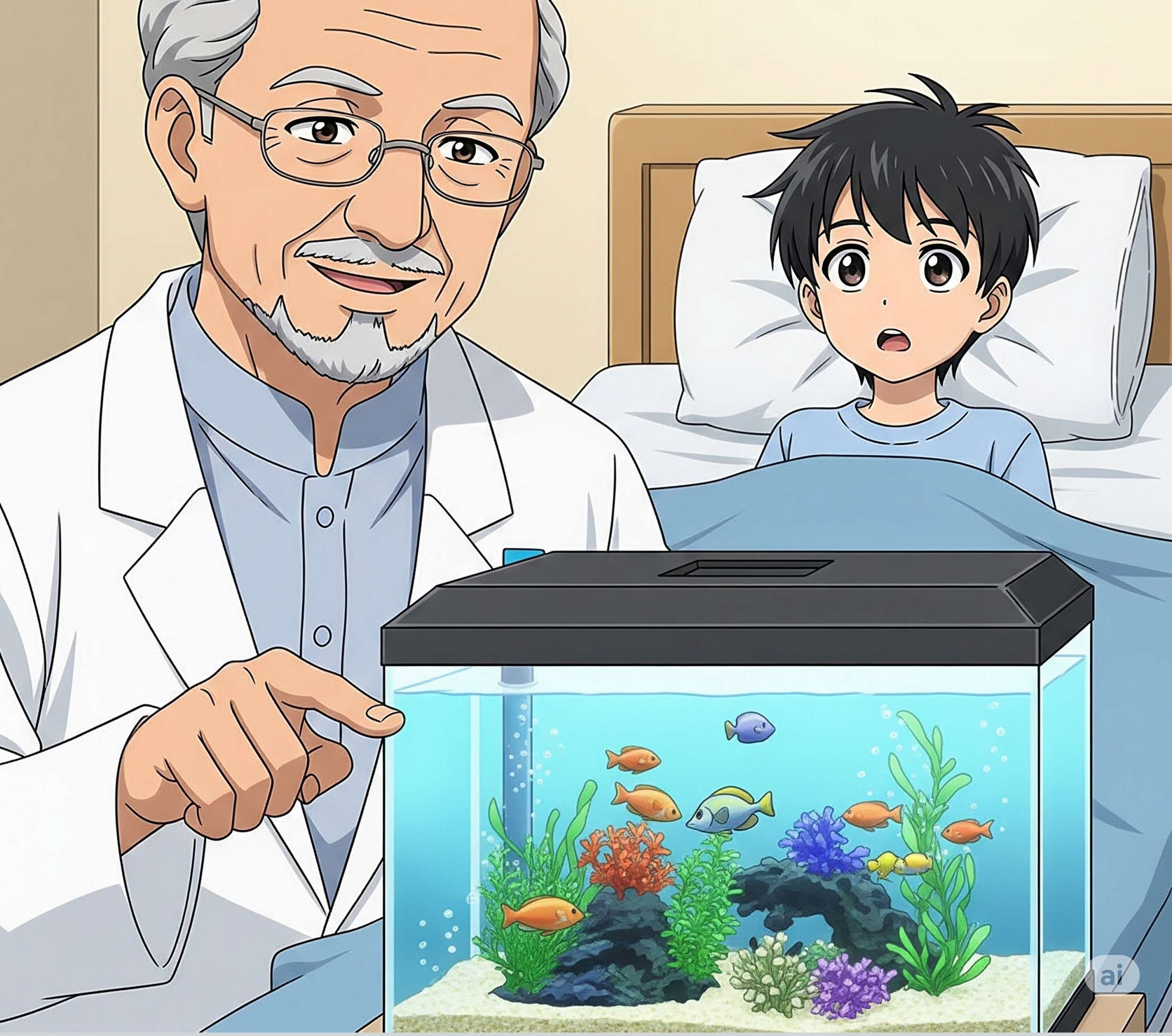

ডাক্তার আঙ্কেল ইশানকে পরীক্ষা করে বললেন, "মনে হচ্ছে ডেঙ্গু জ্বর।" এরপর তিনি ইশানকে বোঝালেন, "এই ডেঙ্গু মশা খুব চালাক। এরা দিনের বেলা কামড়ায়। আর পরিষ্কার, জমে থাকা পানিতে ডিম পাড়ে। যেমন ধরো, ফুলের টবের নিচের পানি বা পুরানো বালতির পানি অথবা যেকোনো জমে থাকা পানিতে। ওই যে তোমার সুন্দর অ্যাকুরিয়ামটা, ওটার পানি দেখলেই বোঝা যাবে।"

ইশান অবাক! তার শখের অ্যাকুরিয়ামেই দুষ্টু মশার এমন কারসাজি! ইশানের মনে পড়ল, মাঝে মাঝে অ্যাকুরিয়ামের ঢাকনাটা একটু ফাঁকা থাকত, আর পানিও কয়েকদিন ধরে বদলানো হয়নি।

ডাক্তার আঙ্কেল আরও বললেন, "এই ডেঙ্গু মশার একটা বিশেষ নাম আছে- এডিস মশা। এদের পিঠে সাদা-কালো ডোরা কাটা দাগ থাকে, ঠিক জেব্রার মতো। এরা সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বেশি কামড়ায়।" ইশানের চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেল। "তাহলে সেই ওয়াটার জেব্রাটাই আমাকে কামড় দিয়েছে! দুষ্টু মশা!"

কয়েকদিন পর ইশান সুস্থ হয়ে উঠল। সুস্থ হওয়ার পর তার প্রথম কাজ হলো অ্যাকুরিয়ামের পানিটা নিয়মিত বদলানো এবং ঢাকনাটা ভালো করে আটকে দেওয়া।

তারপর সে তার বন্ধুদের সেই ওয়াটার জেব্রা- ডেঙ্গু মশার গল্প বলল, আর বলল কীভাবে পানি জমলে মশারা দুষ্টুমি করে।

ওরা সবাই মিলে ঠিক করল, প্রতিদিন তাদের বাড়ির চারপাশে দেখবে কোথাও যেন পানি জমে না থাকে। ফুলের টব, পুরানো বালতি, ভাঙা হাঁড়ি বা যেকোনও পাত্র।

এরপর থেকে ইশান তার বন্ধুদের সাথে নিশ্চিন্তে খেলে, আর ঠিক আগের মতো পানির গ্লাস কাঁপিয়ে হাহাহিহি করে হাসে।